দৈনিক
ইনকিলাব

11 FEB 2015

শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা মোবাইলে

একনেকে ৬ প্রকল্পের অনুমোদন

অর্থনৈতিক রিপোর্টার : উচ্চশিক্ষায় ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি ও ঝরেপড়া বন্ধের লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির আওতায় আনা হচ্ছে। এ প্রকল্পের এবার যুক্ত হচ্ছে ছেলেদেরও। আর মনোনীত শিক্ষার্থীদের টাকা পাঠানো হবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। এ জন্য উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এটিসহ ১ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকার ৬টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)।

গতকাল রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়। পরে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জানান, উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় মোট ১৭ লাখ ৩ হাজার শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতায় আনা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত মোট নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ৪০ ভাগ এবং পুরুষ শিক্ষার্থীদের থেকে ১০ ভাগকে বাছাই করা হবে।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, মনোনীত শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিভাগের জন্য মাসিক ১৭৫ টাকা টিউশন ফি, বই কেনার জন্য এককালীন ৭০০ টাকা ও পরীক্ষার ফির জন্য ৯০০ টাকা দেয়া হবে। অন্য বিভাগগুলোতে মাসিক ১২৫ টিউশন ফি, বই কেনার জন্য এককালীন ৬০০ ও পরীক্ষার ফির জন্য ৬০০ টাকা দেয়া হবে।

নির্বাচনের ক্যাটাগরিতে বলা হয়েছে, যেসব অভিভাবকের বার্ষিক আয় ১ লাখ টাকার নিচে তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষাব্যয় চালানোর জন্য আর্থিক সহায়তা পাবেন। শুরুতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ৫১২ কোটি ৭৫ লাখ ৩৪ হাজার টাকা। এছাড়া এবারই প্রথম প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে (মোবাইল, বিকাশ বা অন্য কোনো সহজ পদ্ধতি) সরাসরি শিক্ষার্থীদের কাছে অর্থ পৌঁছানো হবে।

এদিকে, আর ১০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে রংপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি করা হবে। এতে করে গ্রামীণ মানুষের প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়ানো হবে। এ লক্ষ্যে ইস্টাবিলিশমেন্ট অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট একডেমি এটা রংপুর নামের একটি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

এছাড়া ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পাকুল্লা দেলদুয়ার-এলাসিন সড়কে এলেনজানী নদীর উপর ৯৩ দশমিক ২ মিটার সেতু নির্মাণ এবং বালিয়া-ওয়াশি মির্জাপুর সড়কে ২টি পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ, ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে নীলফামারী ও নেত্রকোনা জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ, ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের ৭ মার্চ ভবনের অবশিষ্টাংশ নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫টি উপজেলা সদরে অবস্থিত নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোকে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর প্রকল্পের ২য় সংশোধনীর অনুমদোন দেয়া হয়েছে। এতে দেড় বছর সময় বাড়ানোর পাশাপাশি ৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে এ সময় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান, পরিকল্পনা কমিশনের ভারপ্রাপ্ত সচিব সফিকুল আজম, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, একনেকের সভায় উত্তরাঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার টেকসই উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি এবং নীলফামারী ও নেত্রকোনা জেলা স্টেডিয়াম উন্নয়ন ও রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন দেয়ায় রংপুরবাসীর পক্ষ থেকে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মো. মসিউর রহমান রাঙ্গা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ কমিটির সদস্যদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন, এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রণালয়াধীন একাডেমিটি নির্মাণের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবন মানোন্নয়ন ঘটার পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধিদের আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণদান সম্ভব হবে। রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের ফলে উত্তরাঞ্চলের ছাত্রী ও মহিলাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বিকশিত হবে। নতুন নতুন ক্রীড়াবিদ সৃষ্টি হবে।